(দা'ওয়াতে ইসলামী)

রিসালা নং: ১১০

নদীর আওয়াজ

- রোযাদার ডাকাত
- বন্দুকের একটি গুলি....
- সেবা-শুশ্রূষার ৩১টি মাদানী ফুল

শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত,

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল

ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” (মাতালিউল মুসার্‌রাত)

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
মুক্তার তাজ	২	কিছু মুসলমান অবশ্যই জাহান্নামে যাবে	১৫
আল্লাহ্ তায়ালা দেখছেন	৬		
বারবার তাওবা করতে থাকুন!	৬	ফারুকে আযম এর মাদানী চিন্তা ধারা	১৬
শুধু কি নেককার মানুষই জান্নাতে যাবেন?	৭	বন্দুকের একটি গুলি	১৭
		আগুনের জুতা	১৮
বিনয়ী বান্দার ঘটনা	৮	সবচেয়ে হালকা আযাব কি সহ্য হবে?	১৯
অনুতপ্ত বান্দার ঘটনা	৯	জাহান্নামের ভয়ানক বিভিন্ন আযাবের ঝলক	২১
অনুতপ্ত হওয়া হলো তাওবা	১০		
রোযাদার ডাকাত	১০	জাহান্নামের বিভিন্ন ভয়ানক শাস্তি	২২
প্রতি সোমবার শরীফে রোযা রাখুন	১১	নিরাশ হয়ো না, নির্ভয় হয়ো না	২৩
অগ্নিপূজারী পরিবারের ইসলাম গ্রহণ	১২	সেবা-শুশ্রূষার ৩১টি মাদানী ফুল	২৫
ক্ষমা লাভের বাহানা	১৪	তথ্যসূত্র	৩১

কিয়ামতের দিনে আফসোস

ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم:

“কিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি আফসোস করবে, যে দুনিয়াতে জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ পেলো কিন্তু জ্ঞান অর্জন করলো না এবং ঐ ব্যক্তি আফসোস করবে, যে জ্ঞান অর্জন করলো আর অন্যরা তার কাছ থেকে শুনে উপকার গ্রহণ করলো অথচ সে নিজে গ্রহণ করলো না (অর্থাৎ সে জ্ঞান অনুযায়ী আমল করলো না)।”

(তারিখে দামেশক লি ইবনে আসাকির, ৫১তম খন্ড, ১৩৭ পৃষ্ঠা, দারুল ফিকির বৈরুত)

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ **ইরশাদ করেছেন:** “যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।” (আল কওলুল বদী)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

নদীর আওয়াজ (১)

শয়তান লাখো অলসতা দিবে, তবুও আপনি এ বয়ানটি সম্পূর্ণ পাঠ করে নিন। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ আপনি আপনার হৃদয়ে মাদানী পরিবর্তন অনুভব করবেন।

মুক্তার তাজ

আল কওলুল বদী নামক কিতাবে বর্ণিত রয়েছে: ইন্তিকালের পর হযরত সায়্যিদুনা আবুল আব্বাস আহমদ বিন মনসূর رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কে সীরাযের অধিবাসীদের কেউ স্বপ্নে দেখল যে, তিনি মাথায় মুক্তার তাজ সজ্জিত জান্নাতী পোষাক পরিহিত অবস্থায় সীরাযের জামে মসজিদের মিহরাবে দাঁড়িয়ে আছেন। স্বপ্নদ্রষ্টা জিজ্ঞাসা করল:

(১) আমীরে আহলে সুন্নাতের এই বয়ানটি শারজা থেকে মদীনাতুল আউলিয়া মুলতানে ১৭ জমাদিউল আওয়ালা ১৪১৮ হিজরি মোতাবেক ২০ সেপ্টেম্বর ১৯৯৭ ইংরেজিতে টেলিফোনের মাধ্যমে সম্প্রচার করা হয়েছিল। তা প্রয়োজনীয় সংশোধন সহকারে আপনাদের জন্য পেশ করা হলো। --- **মাকতাবাতুল মদীনা মজলিশ**।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ স্মরণে এসে যাবে।” (সা’য়াদাতুদ দা’রাঈন)

مَافَعَلَ اللهُ بِكَ ? অর্থাৎ **আল্লাহ্ তায়ালা** আপনার সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন? তিনি বললেন: اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আমি অধিক হারে দরূদ শরীফ পাঠ করতাম, এ আমলটাই আমার কাজে এসেছে যে, **আল্লাহ্ তায়ালা** আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং আমাকে তাজ পরিধান করিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করিয়েছেন। (আল কওলুল বদী, ২৫৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত সায়্যিদুনা কা’বুল আহবার رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ মহান একজন তাবেয়ী বুযুর্গ ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তিনি ইহুদীদের একজন বড় আলিম ছিলেন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তি (তাওবা করার পর পুনরায়) এক দুশ্চরিত্রা নারীর সাথে কুকর্ম করে যখন গোসল করার জন্য একটি নদীতে নামল তখন নদী থেকে আওয়াজ আসতে লাগলো: “তোমার লজ্জা হয়না? তুমি কি তাওবা করে এ প্রতিজ্ঞা করনি যে, আর কখনো এ কাজ করবেনা।” এ আওয়াজ শুনার সাথে সাথে তার মধ্যে ভাবাবেগের সৃষ্টি হলো, আর সে চিৎকার করে ক্রন্দনরত অবস্থায় এ কথা বলতে বলতে পলায়ন করল: “এখন থেকে আর কখনো আপন প্রতিপালক **আল্লাহ্ তায়ালার** নাফরমানী করবো না।” এ কথা বলেই সে কাঁদতে কাঁদতে একটি পাহাড়ের নিকট পৌঁছে গেল। সেখানে দেখল ১২ জন মানুষ **আল্লাহ্ তায়ালার** ইবাদতে মশগুল রয়েছেন।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।" (হাকিম)

সেও তাঁদের সাথে ইবাদতে মশগুল হয়ে গেল। কিছুদিন পর সেখানে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলো। তখন নেক বান্দাদের ঐ কাফেলা খাদ্যের তালাশে শহরের দিকে রওয়ানা হলো। ঘটনাক্রমে তাদের যাত্রা ঐ নদীর দিকে হলো। ঐ ব্যক্তি (তার পূর্বের কথা স্মরণ হওয়ায়) ভয়ে কেঁপে উঠল আর বলতে লাগলো, আমি এই নদীর নিকটে যাবোনা। কারণ, সেখানে আমার গুনাহের কথা জানে এমন কিছু (নদী) বিদ্যমান রয়েছে। তার নিকটবর্তী হতে আমার লজ্জা হয়। ঐ ব্যক্তি সেখানেই রয়ে গেল আর ১২ জন নদীর নিকট পৌছলো। তখন নদী থেকে এভাবে আওয়াজ আসা শুরু হলো, যে "হে **আল্লাহ্**র বান্দাগণ! তোমাদের বন্ধু কোথায়?" তারা জবাব দিলেন, সে বলেছে: "এ নদীতে আমার গুনাহের ব্যাপারে অবহিত বস্তু রয়েছে তাই আমার তাকে দেখা দিতে লজ্জা অনুভব করছি।" নদী থেকে আওয়াজ আসলো, "سُبْحٰنَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ ! যদি তোমাদের প্রিয়জন তোমাদেরকে কষ্ট দেয় আর পরক্ষণে সে লজ্জিত হয়ে তোমাদের নিকট ক্ষমা চায় এবং নিজের খারাপ অভ্যাসও ত্যাগ করে তবে কি তার সাথে তোমাদের সন্ধি হয়ে যায়না? অনুরূপভাবে তোমাদের বন্ধুও তাওবা করে নিয়েছে আর নেক কাজে মশগুল হয়ে গেছে, সুতরাং তার সাথে এখন তার প্রতিপালক **আল্লাহ্ তায়ালা**র সাথে আপোষ হয়ে গিয়েছে। (তার আর কোন ভয় নাই।) তাকে এখানে নিয়ে এসো এবং তোমরা সবাই নদীর কিনারায় ইবাদত করতে থাকো।"

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।” (আব্দুর রাজ্জাক)

তাঁরা তাদের বন্ধুকে এ সুসংবাদ তৎক্ষণাৎ পৌঁছে দিলেন। অতঃপর তারা সবাই মিলে সেখানে ইবাদতে মশগুল হয়ে গেলেন। অবশেষে একদিন ঐ ব্যক্তির ইন্তিকাল হয়ে গেলো। (এ শোকবার্তা নদীর কাছে পৌঁছে গেল) তাতে নদীর আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হলো: “হে নেককার বান্দাগণ! তাকে আমার পানি দ্বারা গোসল করাও এবং আমার কিনারায় দাফন করো, যাতে কিয়ামতের দিন তাকে এখান থেকেই উঠানো হয়।” সুতরাং তারা তাই করলেন। রাতে তার মাযারের পাশে **আল্লাহ্ তায়ালার** ইবাদত করতে করতে এক সময় তারা ঘুমিয়ে পড়লেন। সকালে তাদের সবাই ঐ জায়গা ছেড়ে অনত্র চলে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল। যখন তারা ঘুম থেকে জেগে উঠলেন তখন দেখতে পেলেন যে, তার মাযারের চতুর্পাশ্বে ১২টি সর্‌ভ (একটি প্রসিদ্ধ খুব সুন্দর উঁচু বৃক্ষের নাম। যা দেখতে গাজরের আকৃতির মতই) গাছ উঠে রয়েছে। তারা বুঝে গেলেন যে, **আল্লাহ্ তায়ালা** এগুলো আমাদের জন্যই সৃষ্টি করেছেন, যাতে আমরা অন্য কোথাও যাওয়ার পরিবর্তে তার ছায়া তলে অবস্থান করি। সুতরাং তারা সেখানেই থাকার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং সেখানে ইবাদতে মশগুল হয়ে গেলেন। তাদের মধ্যে থেকে যখন কেউ ইন্তিকাল করতেন, তখন ঐ ব্যক্তির পাশে তাঁকে দাফন করা হতো। অবশেষে এক এক করে সবাই ইন্তিকাল করলেন। বনী ইসরাঈলের লোকেরা তাদের মাযার জিয়ারত করতে আসতেন। رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰى عَلَيۡهِمۡ اَجۡمَعِيۡن (কিতাবুত তাওওয়াবীন, ৯০ পৃষ্ঠা)

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, **আল্লাহ্ তাআলা** তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।” (ইবনে আ'দী)

আল্লাহ্ তায়ালার রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের ক্ষমা হোক। اٰمِین بِجاہِ النَّبِیِّ الْاَمین صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

আল্লাহ্ তায়ালা দেখছেন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা ঘটনাটি পর্যবেক্ষণ করলেন! **আল্লাহ্ তায়ালা** কতইনা দয়ালু ও করুনাময়। যখন কোন বান্দা সত্যিকার অর্থে তাওবা করে তবে তার উপর তিনি সন্তুষ্ট হয়ে যান। এ ঘটনা থেকে এ শিক্ষাও লাভ হলো যে, গুনাহ সম্পাদনকারী যদি লাখো পর্দার অন্তরালে থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে গুনাহ করে তবুও **আল্লাহ্ তায়ালা** তো দেখছেনই। আর এটাও বুঝা গেল যে, বুযুর্গদের মাযারে উপস্থিত হওয়ার ধারাবাহিকতা, পূর্ববর্তী মুমিনদের মাঝেও ছিলো।

বারবার তাওবা করতে থাকুন!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখন গুনাহ সংঘটিত হয়ে যায় তখন মানুষের উচিত যে, **আল্লাহ্ তায়ালার** দরবারে তাওবা করে নেওয়া। যদি মানুষ হিসেবে পুনরায় গুনাহ সংঘটিত হয়ে যায় তবে পুনরায় তাওবা করে নিন। পুনরায় ভুল হয়ে গেলে তবে পুনরায় তাওবা করুন। **আল্লাহ্ তায়ালার** রহমত থেকে কখনো নিরাশ হবেন না।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” (কানযুল উম্মাল)

কারণ তার রহমত অনেক বড়। নিশ্চয় গুনাহ সমূহ ক্ষমা করাতে তার রহমতের কোন রূপ ক্ষতি হয় না। আমাদের সর্বদা তাওবা ও ইস্তিগফার করতে থাকা উচিত। **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَلتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَّا ذَنْبَ لَهٗ – অর্থাৎ গুনাহ থেকে তাওবাকারী এমন যেন সে গুনাহই করেনি। (ইবনে মাজাহ শরীফ, খন্ড ৪র্থ, ৪৯১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৪২৫০) জানা গেল, তাওবা করাতে গুনাহ মুছে যায়। যা হোক আমাদের সর্বদা **আল্লাহ্ তায়ালা**র দরবারে নত হয়ে থাকা উচিত এবং **তাঁর** রহমত থেকে নিরাশ না হওয়া উচিত।

শুধু কি নেককার মানুষই জান্নাতে যাবেন?

রহমতের কথা যখন এসেছে তখন একথাও পেশ করছি যে, কিছু মানুষ এমনও রয়েছে যে, যারা অজ্ঞতাবশতঃ বলে থাকে “জান্নাতে শুধুমাত্র নেকীর মাধ্যমেই প্রবেশ করা যাবে, আর যে গুনাহ করবে সে অবশ্যই জাহান্নামে যাবে, রহমতের মাধ্যমে ক্ষমা পাওয়ার কথা আমাদের বুঝে আসে না।” নিশ্চয় এটা শয়তানের কুমন্ত্রণা। অন্যথায় আমি নিজের পক্ষ থেকে **আল্লাহ্**র রহমতের কথা কোথায় বলছি, শুনুন!-শুনুন! **আল্লাহ্ তায়ালা** ২৪ পারার সূরা যুমার ৫৩নং আয়াতে ইরশাদ করেছেন:

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।” (কানযুল উম্মাল)

قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴿۵۳﴾

(পারা: ২৪, সূরা: যুমার, আয়াত: ৫৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আপনি বলুন, ‘হে আমার ঐ বান্দাগণ! যারা নিজেদের আত্মার প্রতি অত্যাচার করেছো, **আল্লাহ্**র অনুগ্রহ থেকে নিরাশ হয়োনা। নিশ্চয় **আল্লাহ্** সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেন।

হাদীসে কুদসীতে বর্ণিত রয়েছে: **আল্লাহ্ তায়ালা** ইরশাদ করেন: سَبَقَتْ رَحْمَتِیْ غَضَبِیْ ـ অর্থাৎ আমার রহমত, আমার গযব থেকে অগ্রগামী। (মুসলিম, ১৪৭১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৭৫১)

ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর ভাইজান হযরত মাওলানা হাসান রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ নিজের প্রশংসামূলক কাব্যগ্রন্থ “যওকে নাত” এর মধ্যে **আল্লাহ্ তায়ালা**র দরবারে আবেদন করছেন:

سَبَقَتْ رَحْمَتِیْ عَلٰی غَضَبِیْ, তুনে যব ছে ছুনা দিয়া ইয়া রব!
আছেরা হাম গুনাহগারো কা, আউর মজবুত হো গিয়া ইয়া রব! (যওকে নাত)

বিনয়ী বান্দার ঘটনা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিশ্চয় **আল্লাহ্ তায়ালা**র রহমত অনেক বড়। তিনি বাহ্যিকভাবে খুবই ছোট কাজের জন্য সন্তুষ্ট হয়ে যান, তখন তিনি এমনভাবে দয়া করেন যে, বান্দা তা ভাবতেও পারেনা। যেমনিভাবে-

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (জামে সগীর)

"কিতাবুত তাওওয়াবীন"এ রয়েছে, হযরত সায়্যিদুনা কাবুল আহবার رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ বলেন: "একদা বনী ইসরাঈলের দু'ব্যক্তি মসজিদের দিকে গেলেন। একজন মসজিদে প্রবেশ করলেন কিন্তু অপরজনের মধ্যে **আল্লাহ্ তায়ালার** ভীতি সঞ্চার হলো আর তিনি বাইরে দাড়িয়ে রইলেন এবং বলতে লাগলেন, "আমি গুনাহগারের যোগ্যতা কোথায় যে, নিজের অপবিত্র শরীর নিয়ে **আল্লাহ্ তায়ালার** পবিত্র ঘরে প্রবেশ করতে পারি"? **আল্লাহ্ তায়ালার** নিকট তার এ বিনয় পছন্দ হয়ে গেলো। আর তার নাম সিদ্দিকীনের তালিকায় লিপিবদ্ধ করে দিলেন।" (কিতাবুত তাওওয়াবীন, ৮৩ পৃষ্ঠা) মনে রাখবেন! "সিদ্দিকের পদমর্যাদা "ওলী"ও "শহীদ" এর চেয়েও বড় হয়ে থাকে।

অনুতপ্ত বান্দার ঘটনা

এ ধরণের আরো একটি ঘটনা কিতাবুত তাওওয়াবীন'র ৮৩ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ রয়েছে: এক ইসরাঈলী ব্যক্তি থেকে গুনাহ সংঘটিত হয়ে গেলো। এতে সে খুবই লজ্জিত হলো। আর ব্যাকুল হয়ে এদিক সেদিক ছুটা-ছুটি করতে লাগলো, যেন কোন উপায়ে তার গুনাহ ক্ষমা হয়ে যায় এবং **আল্লাহ্ তায়ালা** তার উপর সন্তুষ্ট হয়ে যায়। **আল্লাহ্ তায়ালার** রহমতের দরবারে তার অনুশোচনা ও ব্যাকুলতা কবুল হয়ে গেলো আর **আল্লাহ্ তায়ালা** তাকেও বেলায়তের সর্বোচ্চ স্তর সিদ্দিকদের মর্যাদা দ্বারা ধন্য করলেন।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

অনুতপ্ত হওয়া হলো তাওবা

নবী করীম, রঊফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَلنَّدَمُ تَوْبَةٌ অর্থাৎ অনুতপ্ত হওয়া হচ্ছে তাওবা।" (আল মুসতাদরাক, ৫ম খন্ড, ৩২৬ পৃষ্ঠা) বাস্তবতা হচ্ছে, অনেক সময় গুনাহের জন্য অনুশোচনা করাটা এমন কাজ দেয়, যা খুব বড় ধরণের ইবাদত দ্বারাও সম্ভব হয়না। এর উদ্দেশ্য অবশ্যই এটাও নয় যে, ইবাদত না করা হোক। এসব কিছু **আল্লাহ্ তায়ালার** ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। কখনো অনুতাপ করাটা কাজে এসে যায় আর কখনো ইবাদত। যেমন-

রোযাদার ডাকাত

"রাওযুর রিয়াহীন" কিতাবে বর্ণিত রয়েছে: হযরত সায়্যিদুনা আবু বকর শিবলী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: আমি একদা একটি কাফেলার সাথে, সিরিয়া যাচ্ছিলাম। পথিমধ্যে ডাকাতদল আমাদের সর্বস্ব লুট করে নিয়ে গেলো। আর সব মালপত্র তাদের সর্দারের সম্মূখে স্তুপ করে রাখল। মালপত্র থেকেই একটি চিনি ও বাদামের থলে বের করলো। ডাকাতরা সবাই তা থেকে খাওয়া শুরু করলো। কিন্তু তাদের সর্দার কিছু খেলো না। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: সবাই খাচ্ছে কিন্তু তুমি কেন খাচ্ছো না? সে বলল, "আমি রোযাদার।" আমি অবাক হয়ে বললাম: "তুমি লুটতরাজ করো আবার রোযাও রাখো? সর্দার বললো:

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

"**আল্লাহ্ তায়ালা**র সাথে আপোষ করার জন্যে কোন একটা পথ খোলা রাখা উচিত।" হযরত সায়্যিদুনা শায়খ শিবলী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: "কিছুদিন পর আমি ডাকাতদের ঐ সর্দারকে ইহরাম অবস্থায় খানায়ে কা'বার তাওয়াফে মশগুল অবস্থায় দেখলাম। তার চেহারায় ইবাদতের নূর চমকাচ্ছিল আর অধ্যত্মিক সাধনা তাকে একেবারে দূর্বল করে দিয়েছিলো। আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম: তুমি কি ঐ ব্যক্তি নও? এতটুকু বলার সাথে সাথেই সে বলল, "জ্বী হ্যাঁ, আমিই ঐ ব্যক্তি আর শুনুন! ঐ রোযাই **আল্লাহ্ তায়ালা**র সাথে আমার আপোষ করিয়ে দিয়েছে।" (রাওযুর রিয়াহীন, ২৯৩ পৃষ্ঠা)

প্রতি সোমবার শরীফে রোযা রাখুন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেলো, কোন নেকীকে ছোট মনে করে ত্যাগ করা উচিত নয়। কেননা, না জানি ঐ ছোট হিসাবে দৃষ্টিগোচর হওয়া নেকীই হয়তো **আল্লাহ্ তায়ালা**র দরবারে কবূল হয়ে যাবে। আর এর ফলে আমাদের উভয় জগতে সফলতা অর্জিত হবে। এ ঘটনা থেকে নফল রোযার গুরুত্বও জানা গেল। যদিও প্রত্যেকে অধিকহারে নফল রোযার রাখতে সক্ষম নয়, তবে কমপক্ষে প্রতি সোমবার শরীফের রোযা রাখা উচিত। কেননা তা সুন্নাত। এছাড়া তা নেক্কার তৈরির মহান ব্যবস্থাপত্র মাদানী ইনআমাতের ৫৮ নং মাদানী ইনআমাতও।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরূদে পাক পড়ো। কেননা, তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (তাবারানী)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ **দা’ওয়াতে ইসলামী**র সাথে সম্পৃক্ত অসংখ্য ইসলামী ভাই-বোন এই মাদানী ইনআমাত অনুযায়ী সোমবার শরীফে রোযা রাখার সুন্নাত আদায় করেন। আর আশিকে রাসুলগণের সর্বাধিক প্রিয় ১০০% ইসলামী চ্যানেল, মাদানী চ্যানেলে প্রতি সোমবার শরীফের “মুনাজাতে ইফতার” অনুষ্ঠান সরাসরি **(Live)** সম্প্রচার করা হয় এবং আশিকে রাসুলগণের ইফতার করার মনোমুগ্ধকর দৃশ্য দেখানো হয়। আপনি সাওয়াবের নিয়্যতে মাদানী চ্যানেল দেখতে থাকুন এবং অন্যকে ও দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে অফুরন্ত সাওয়াবের মহা ভান্ডার সংগ্রহ করুন।

অগ্নিপূজারী পরিবারের ইসলাম গ্রহণ

আসুন! মাদানী চ্যানেলের এক মাদানী বাহার শুনুন। ভারতের মোম্বাই শহর নিবাসী জাহাঙ্গীর নামক সিনেমা অভিনেতার মুখ নিসৃত বর্ণনা কিছুটা এরকম: আমাদের ঘরের সকলেই অগ্নিপূঁজা করতো। এমতাবস্থায় মাদানী চ্যানেল আমাদের জন্য মুক্তির বার্তা হয়ে আগমন করেছে। ঘটনা হলো, আমার মা খুবই আগ্রহ সহকারে মাদানী চ্যানেল দেখতেন। একদা আমি চিন্তা করলাম, আম্মাজান এত মনোযোগ সহকারে সবুজ পাগড়ী পরিহিত মাওলানাদের কথাবার্তা কেন শুনেন! আমি দেখবো এই মাওলানারা কি বলছে! অতঃপর আমিও মাদানী চ্যানেল টিভিতে চালু করলাম। মাদানী মুযাকারার অনুষ্ঠান চলছিল।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।” (তাবারানী)

আমার খুব ভালো লাগলো, আমি মনোযোগ সহকারে শুনতে রইলাম। মাদানী মুযাকারার কথা সমূহের প্রভাবের তীর সেজে আমার অন্তরে বিদ্ধ হলো। আমার অন্তরে দুনিয়া পরিবর্তন হতে লাগল এবং আমার অন্তরে চিৎকার করে বলতে লাগলো: জাহাঙ্গীর! তুমি ভূলের মধ্যে আছো। যদি মুক্তি চাও, তবে সবুজ পাগড়ী ওয়ালাদের সত্য ধর্ম অর্থাৎ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করো। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আমি **দা’ওয়াতে ইসলামী**র ওয়েবসাইটে **www.dawateislami.net** যোগাযোগ করলাম এবং মুসলমান হয়ে গেলাম। আমি **দা’ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনার সাথেও যোগাযোগ করেছি, তারা আমাকে উত্তম দিক নির্দেশনা দিয়েছে। তাদের উত্তম চরিত্র আমাকে প্রভাবিত করলো এবং **আল্লাহ্ তায়ালা**র রহমতে এখন আমাদের ঘরের সকলেই ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছে। আমি রাত তিনটা পর্যন্ত মাদানী চ্যানেলে সম্প্রচারিত মাদানি মুযাকারা দেখছি। তাতে একবার দাঁড়ি রাখার প্রতি উৎসাহ উদ্দীপনা শুনে আমি দাঁড়ি লম্বা করা আরম্ভ করলাম এবং মোম্বাইয়ের **দা’ওয়াতে ইসলামী**র আশিকানে রাসূলের সংস্পর্শে থেকে ইসলামী দৃষ্টি ভঙ্গি ও নামাজ অন্যান্য ইবাদত শিখছি।

মদানী চ্যানেল লায়েগা সুন্নাত কি ঘর ঘর মে বাহার,
করদে মাওলা দুজাহামে নাজেরীন কা বেড়া পার।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!   صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, **আল্লাহ তাআলা** তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।” (মুসলিম শরীফ)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কথা অনেক দূরে চলে গেল। রোযার বরকত এবং **আল্লাহ্ তায়ালার** রহমতের আলোচনা চলছিল, سُبْحٰنَ اللهِ عَزَّوَجَلَّ! ঐ ডাকাতদের সর্দারকে রোযা কোত্থেকে কোথায় পৌঁছিয়ে দিয়েছে। রোযার বরকতে সে হিদায়াতও পেলো এবং ইবাদত ও রিয়াযতের সৌভাগ্য অর্জন করলো।

ক্ষমা লাভের বাহানা

কিমিয়ায়ে সা'আদাতে কিতাবে হযরত শায়খ কিতানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: আমি হযরত সায়্যিদুনা জুনায়দ বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কে ইন্তিকালের পর স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম: مَافَعَلَ اللهُ بِكَ ؟ অর্থাৎ **আল্লাহ্ তায়ালা** আপনার সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন? তিনি বললেন: আমার ইবাদত ও রিয়াযত সমূহ আমার কোন কাজে আসেনি। তবে রাতে উঠে যে দু'রাকাত নামাজ আদায় করতাম, সেটার কারণেই আমার ক্ষমা হয়েছে।

(কিমিয়ায়ে সা'আদাত, ২য় খন্ড, ১০০৭ পৃষ্ঠা)

রহমতে হক “বাহা” না মী জাওয়াইদ,
রহমতে হক “বাহানা” মী জাওয়াইদ।

(অর্থাৎ **আল্লাহ্ তায়ালার** রহমত “বাহা” অর্থাৎ মূল্য চায় না, বরং **তাঁর** রহমত “বাহানা” তালাশ করে।)

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।" (আবু ইয়ালা)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! ফরয সমূহ আদায়ের সাথে সাথে নিজেদের মধ্যে নফল ইবাদতের অভ্যাসও গড়ে তুলুন এবং বিশেষতঃ তাহাজ্জুদ কখনো ত্যাগ করবেন না। জানি না হয়তো এই তাহাজ্জুদে উঠার কষ্টই **আল্লাহ্ তায়ালার** দরবারে ক্ববূল হয়ে যাবে আর তা আমাদের ক্ষমা প্রাপ্তির বাহানা হয়ে যাবে।

কিছু মুসলমান অবশ্যই জাহান্নামে যাবে

সাবধান! এ রহমতপূর্ণ বয়ানের উদ্দেশ্য কেউ যেন আবার এটা মনে না করেন যে, যেহেতু **আল্লাহ্ তায়ালার** রহমত অনেক বড়, সুতরাং এখন নামায ছেড়ে দাও ....., রমযানের রোযা রেখো না ..... **T.V** ও ইন্টারনেট এর মুখোমুখি বসো আরো খুব ভালো করে সিনেমা-নাটক দেখো ..... কু-দৃষ্টি দাও ..... **আল্লাহ্ তায়ালার** রহমত অনেক বড় এখন মা-বাবাকে কষ্টদেয়া শুরু করো ..... খুব গালিগালাজ করো ..... বেশি পরিমাণে মিথ্যা বলো ..... মুসলমানের খুব গীবত করো ..... মুসলমানদের মনে কষ্ট দাও ..... দুশ্চরিত্রের পূর্বের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করে দাও। কারণ **আল্লাহ্ তায়ালার** রহমত অনেক বড়। দাঁড়ি শেভ করে নাও কিংবা ছোট ছোট করে রাখো ..... চুরি করো ..... ডাকাতী করো ..... অত্যাচার ও অবিচারের বন্যা বইয়ে দাও ..... বেশি শরাব পান করো ..... নেশা করো ..... জুয়া খেল বরং জুয়া ও কামনা বাসনার আড্ডা জুড়ে বসো ..... যে সব গুনাহ এখনো করনি তাও করে নাও। কারণ, **আল্লাহ্ তায়ালার** রহমত অনেক বড়।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশি পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।” (তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ্ তায়ালা আপনার উপর মহা অনুগ্রহ ও দয়া করুক এবং আপনাকে বিনা হিসাবে ক্ষমা করুক। আমীন! এভাবে যেন শয়তান কান ধরে আপনাকে নিজের আনুগত্যের মধ্যে লিপ্ত করে না দেয়। সাবধান! যেভাবে **আল্লাহ্** রহীম (করুনাময়) ও করীম (অনুগ্রহকারী), সেভাবে তিনি ক্ষমতাশালী এবং মহা শাস্তিদাতা। যেভাবে তিনি সূক্ষ্ম বিষয়ের মূল্যায়ন করেন সেভাবে তিনি অমুখাপেক্ষীও। যদি তিনি কোন ছোট গুনাহের জন্য পাকড়াও করেন তবে তার থেকে বাঁচার উপায় থাকবেনা। মনে রাখবেন! এটা নির্ধারিত রয়েছে যে, কিছু না কিছু মুসলমান নিজেদের গুনাহের কারনে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। **আল্লাহ্ তায়ালা**র অমুখাপেক্ষিতার কথা স্মরণ রেখে আমাদের সর্বদা কম্পিত ও ভীত সন্ত্রস্ত থাকা উচিত। কেননা, এমন যেন না হয়, ঐ সব জাহান্নামীদের তালিকায় আমাদের নামও অন্তর্ভূক্ত হয়ে যায়।

ফারুকে আযম এর মাদানী চিন্তা ধারা

আমীরুল মু’মিনীন হযরত সায়্যিদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنۡہُ এর মাদানী চিন্তাধারার প্রতি কতাওবান হোন যে, ‘আশা’ হলেও এরূপ এবং ‘ভয়’ হলেও এরূপ হওয়া উচিত! যেমন তিনি رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنۡہُ বলেন: “**আল্লাহ্ তায়ালা** যদি সব বান্দা থেকে শুধু একজনকেই জাহান্নামে দিতে চান তাহলে আমি এ ভয়ে কম্পিত থাকবো যেন সেই বান্দা আমিই না হয়ে যাই।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

আর **আল্লাহ্ তায়ালা** যদি একজনকে ছাড়া সবাইকে জাহান্নামে দিতে চান তবে আমি আশা করব যে, জাহান্নাম থেকে সুরক্ষিত ঐ এক বান্দা আমিই হব। (হিলয়াতুল আউলিয়া, ১ম খন্ড, ৮৯ পৃষ্ঠা) যা হোক **আল্লাহ্ তায়ালার** রহমত থেকে নিরাশ ও না হওয়া উচিত তেমনিভাবে তার গজব থেকেও নির্ভীক থাকা উচিত নয়।

বন্দুকের একটি গুলি

আমি আপনাদেরকে আমার কথাটি একটি ছোট্ট যুক্তির মাধ্যমে বুঝানোর চেষ্টা করছি। যেমন- ধরুন, এখন এ ইজতিমাতে দশহাজার ইসলামী ভাই রয়েছে। আর কোন সন্ত্রাসী নিকটস্থ ঘরের ছাদে পিস্তল নিয়ে দাঁড়িয়ে ঘোষনা দিল যে, আমি শুধুমাত্র একটি গুলি ছুড়বো, যার দ্বারা শুধু একজনকেই হত্যা করবো, অন্যদেরকে কিছুই বলবনা। কি মনে করেন, শুধুমাত্র একজনেরইত গুলি লাগবে। তাই বলে কি বাকী নয় হাজার নয়শত নিরান্নব্বই ইসলামী ভাই নির্ভীক হয়ে যাবেন? কখনো নয়। প্রত্যেকেই এই মনে করে ভয়ে শিউরে দাড়িয়ে যাবে যে, কোন একজনের উপর পতিত ঐ গুলিটি যেন আমার উপর এসে না পড়ে। আশা করি, আমার কথা আপনাদের বুঝে এসেছে।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।” (মাতালিউল মুসার্‌রাত)

আগুনের জুতা

যখন এটা পূর্ব নির্ধারিত বিষয় যে, কিছু না কিছু মুসলমান গুনাহের কারনে জাহান্নামে যাবে। তাহলে কেনইবা প্রতিটি মুসলমান এ ব্যাপারে ভয় করেনা যে, জাহান্নামে নিক্ষেপকারী ব্যক্তিবর্গের মধ্যে হয়তো আমিও একজন হতে পারি। **আল্লাহ্ তায়ালা**র শপথ! বন্দুকের গুলির যন্ত্রণা জাহান্নামের আযাবের তুলনায় কিছুই নয়। মুসলিম শরীফে বর্ণিত রয়েছে: জাহান্নামের সবচেয়ে হালকা শাস্তি হচ্ছে যে, শাস্তি প্রাপ্ত ব্যক্তিকে আগুনের জুতা পরিধান করানো হবে, যেটার গরমে ও তাপে তার মগজ চুলার উপর টগবগ করা ডেক্সির মতো ফুটতে থাকবে। এতটুকুতেই সে মনে করবে যে, সবচেয়ে বেশি আযাব আমার উপর হচ্ছে। (মুসলিম, ১৩৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২১২) বুখারী শরীফে বর্ণিত রয়েছে; **আল্লাহ্ তায়ালা** কিয়ামতের দিন তাকে ইরশাদ করবেন: “সমগ্র দুনিয়া ও তাতে যেসব ধন-সম্পদ ইত্যাদি রয়েছে সে সব কিছু যদি তোমার মালিকানাধীন হতো তবে কি তুমি আযাব থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য এ দুনিয়ার সব ধন-সম্পদ ফিদিয়া হিসাবে দিয়ে দিতে?” তখন সে চিৎকার করে বলে উঠবে: “হ্যাঁ।” (সহীহ বুখারী, ৪র্থ খন্ড, ২৬১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৬৫৫৭) অর্থাৎ সব ধন-সম্পদ ও আসবাবপত্র দিয়ে দেব যদি কোন উপায়ে এ আগুনের জুতা আমার পা থেকে বের করে দেয়া হয়। যে কোন উপায়ে এ আযাব থেকে আমার মুক্তি অর্জিত হওয়া চাই।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।" (আল কওলুল বদী)

সবচেয়ে হালকা আযাব কি সহ্য হবে?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বারবার চিন্তা করুন! যদি কোন ছোট্ট গুনাহের কারণে সবচেয়ে ছোট্ট ও হালকা আযাব কারো উপর আরোপ করা হয় তবে তার কি অবস্থা হবে? যেমন- কাউকে গালি দিল অথচ এটা কবীরা গুনাহ্, আর যদি এ অপরাধের ফলশ্রুতিতে সবচেয়ে হালকা শাস্তি মিলে যায় তবে তার কি অবস্থা হবে? মাতা-পিতাকে কষ্ট দেয়াও অপরাধ, এটাও কবীরা গুনাহ। এ অপরাধের জন্যও যদি সবচেয়ে হালকা আযাবই হয়ে যায় তবে এ হালকা আযাব সহ্য করার ক্ষমতা কার আছে? অনুরূপভাবে প্রতিনিয়ত কৃত গুনাহগুলোর প্রতি চিন্তা-ভাবনা করে দেখুন। মিথ্যা বলার কারণে, কারো গীবত করার কারণে, চোগলখুরী করার কারণে, হারাম রোজগার করার কারণে, নেশা করার কারণে, সিনেমা ও নাটক দেখার কারণে, গান-বাজনা শুনার কারণে, **T.V** তে শুধু মহিলার পরিবেশিত খবর শুনার কারণে যদি সবচেয়ে হালকা আযাব নসীব হয়ে যায় তবে কি অবস্থা হবে? ঐ মহিলাও কতই দুর্ভাগা, যে সামান্য টাকা লাভ করার জন্য **T.V** তে এসে খবর পরিবেশন করে। হায়! এমন যদি হতো, তার মধ্যে এ অনুভূতি এসে যেতো যে, আমার প্রতি লক্ষ লক্ষ পুরুষ কুদৃষ্টি প্রদানের কারণে নিজেদের চোখকে হারাম দ্বারা পূর্ণ করে তাদের চোখে জাহান্নামের আগুন ভর্তি করার ব্যবস্থা করছেন, ফলে আমি নিজেই এর জন্য অনেক বেশি গুনাহগার সাব্যস্ত হচ্ছি!

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنْ شَآءَ اللہ عَزَّوَجَلَّ স্মরণে এসে যাবে।" (সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)

যা হোক, যে এভাবে নিজের মনকে বুঝায় যে, আমিতো শুধুমাত্র খবর শুনার জন্য **T.V** রেখেছিলাম, এতে গুনাহ হওয়ার কোন কারণ দেখছিনা। এ যদি আপনার ধারনা হয়ে থাকে, তাহলে কান খুলে শুনুন, পুরুষ পরনারীকে দেখা কিংবা নারী পর পুরুষকে ইত্তেজনা সহকারে দেখা হারাম আর তা জাহন্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ। সুতরাং **T.V** তে শুধু খবর দেখা ও শুনার কারণেই যদি জাহান্নামের হালকা আযাব আরোপ করা হয় এবং আগুনের জুতা পরিধান করিয়ে দেয়া হয় তবে কি অবস্থা হবে? নিজের মধ্যে সংশোধনের মানসিকতা তৈরি করুন যে, যদি আমি শরয়ী কোন কারণ ব্যতীত নামাজের জামাআত ছিড়ে দিই আর এ কারণে সবচেয়ে হালকা শাস্তি দেওয়া হয়, তবে আমার কী অবস্থা হবে! যদি বেপর্দা চলি আপন ভাবীর সাথে ইচ্ছাকৃত দেখা করি এভাবে চাচী, জেঠী, মামী, শালী, খালাতো বোন, মামাতো বোন, ফুফাতো বোন, চাচাতো বোন, জেঠাতো বোনের সাথে পর্দা না করে তাদের সামনে নিঃসংকোচে আসা-যাওয়া করি, তাদের দেখে থাকি, তাদের সাথে হাস্যরস কথা-বার্তা বলি, আর এই পাপাচার সমূহ থেকে কোন একটি পাপের শাস্তি স্বরূপ যদি পায়ে আগুনের জুতা পরিধান করানো হয়, তখন কি অবস্থা হবে? জী হ্যাঁ! ভাবী, চাচী, জেঠী, মামা, প্রমুখ যাদের আলোচনা করা হয়েছে, সকলই অচেনা এবং গায়রে মুহরিম মহিলা।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “ঐ ব্যক্তির নাক ধূলামলিন হোক, যার নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না।” (হাকিম)

এদের সাথে এবং প্রত্যেক নারীর সাথে পর্দা করার জন্য শরীয়াত হুকুম দিয়েছে, যাদেরকে বিবাহ করা বৈধ। এভাবে গায়রে মুহরিম সকল আত্মীয় সম্পর্কীয় মহিলার সাথে পর্দা করতে হবে।

জাহান্নামের ভয়ানক বিভিন্ন আযাবের ঝলক

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিজে নিজেকে কমপক্ষে ছোট ও হালকা শাস্তির ভয় লাগান। অথচ জাহান্নামের একটির চেয়ে একটি ভয়ানক শাস্তি রয়েছে। যেমন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কতৃক প্রকাশিত গ্রন্থ বয়ানাতে আত্তারীয়া'র ২য় খন্ড ২৯৩-২৯৭ পৃষ্ঠায় বর্ণিত রয়েছে: ঐ বান্দাও কতইনা আশ্চার্য্যজনক, যে এটা জানে যে, দোযখ ভীষন কষ্টদায়ক শাস্তির জায়গা, তারপরও পাপে লিপ্ত হয়। **প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** যদি জাহান্নামকে সুঁই এর ছিদ্র পরিমাণ খুলে দেওয়া হয়, তবে সমগ্র জমিনবাসী এই গরমের কারণে ধ্বংস হয়ে যাবে। জাহান্নামীদেরকে যে পানীয় পান করতে দেয়া হবে, তা কি পরিমাণ বিপদজনক যে, যদি তার এক বালতি দুনিয়াতে ঢেলে দেয়া হয়, তবে দুনিয়ার সব ক্ষেত নষ্ট হয়ে যাবে, না শস্য হবে না ফল। জাহান্নামে সাপ ও বিচ্ছু অনেক ভয়ানক, হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে: জাহান্নামে অনারবী উটের ঘাঁড়ের মতো বড় বড় সাপ হবে, যেগুলো দোযখীদেরকে দংশন করবে। এগুলো এতই বিষধর হবে যে, যদি একবার দংশন করে তবে চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত তার বিষের ব্যথা যাবে না।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যার নিকট আমার আলোচনা হলো এবং সে আমার উপর দরূদ শরীফ পড়লো না, সে জুলুম করলো।” **(আব্দুর রাজ্জাক)**

লাগাম বিশিষ্ট খচ্চরের মতো বড় বড় বিচ্ছু জাহান্নামীদের দংশন করবে যে, একবার দংশনের ব্যথা চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত থাকবে। **(মুসনদে ইমাম আহমদ, ৬ষ্ঠ খন্ড, ২১৬ পৃষ্ঠা, হাদীসঃ ১৭৭২৯)** তিরমিযী শরীফের বর্ণনায় রয়েছে: জাহান্নামে সাউদ নামক আগুনের একটি পাহাড় রয়েছে, যা সত্তর বৎসরের রাস্তা পরিমাণ উঁচু। কাফের জাহান্নামীদেরকে সেটার উপর চড়ানো হবে। সত্তর বৎসরে তারা সেটার চূড়ায় পৌঁছবে অতঃপর উপর থেকে তাদের ফেলে দেয়া হবে। আর সত্তর বৎসরে তারা নিচে পৌঁছবে। এভাবে তাদেরকে আযাব দিতেই থাকবে। **(তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ২৬০ পৃষ্ঠা, হাদীসঃ ২৫৮৫)** জাহান্নামের এরূপ বিপদজনক শাস্তির আলোচনা শুনার পরও যে ব্যক্তি গুনাহ সমূহ থেকে বিরত থাকবেনা, তার ব্যাপারে আসলেই আশ্চর্য্যবোধ হয়, পরিশেষে এই দুনিয়া মানুষকে কী দিয়েছে, দুনিয়া তো তার চাকচিক্যে ডুবে রয়েছে এবং তা লুটপাটে ব্যস্ত।

জাহান্নামের বিভিন্ন ভয়ানক শাস্তি

বিভিন্ন সুস্বাদু খাবার তৃপ্তি সহকারে ভক্ষনকারী লোকদের উচিত জাহান্নামের বিভিন্ন ভয়ানক শাস্তিকে ভূলে না যাওয়া। তিরমিযী শরীফে বর্ণিত রয়েছে: জাহান্নামীদের উপর ক্ষুধা চাপিয়ে দেয়া হবে। আর এ ক্ষুধা ঐ সকল শাস্তির সমান হবে, যার মধ্যে তারা পতিত রয়েছে। তারা প্রার্থনা করবে, তখন তাদেরকে দরি নামক কাঁটা ঘাস দেওয়া হবে, যা তাদেরকে মোটাও করবেনা, ক্ষুধা থেকে মুক্তিও দিবেনা।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, **আল্লাহ্ তাআলা** তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।” (ইবনে আ'দী)

অতঃপর তারা খাবার চাইবে, তখন তাদেরকে গলায় আটকে যায় এমন খাবার দেয়া হবে। আর তাদের স্মরণ হবে যে, তারা দুনিয়াতে আটকে যাওয়া খাদ্য পানি দ্বারা বের করতো। অতঃপর তারা পানি চাইবে, তখন তাদেরকে লোহার পাত্র দ্বারা ফুটন্ত পানি দেয়া হবে। যখন তা তাদের মুখের নিকট হবে, তখন তাদের মুখ ফসকে যাবে। আর যখন তাদের পেটে যাবে, তখন তাদের পেটের প্রত্যেক কিছু কেটে ফেলবে। (তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ২৬৩ পৃষ্ঠা, হাদীসঃ ২৫৯৫) অপর এক হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে: যাক্কুমের (দোযখীদের পরিবেশন কৃত এক ধরণের পানাহারের খাবার) এক বিন্দু যদি দুনিয়ায় পতিত হয়, তবে এর দুর্গন্ধ, দুনিয়াবাসীর সকল বস্তু নষ্ট করে ফেলবে। (ইবনে মাজাহ, ৫ম খন্ড ৫৩১পৃষ্ঠা, হাদীসঃ ৪৩২৫) আহ! জাহান্নামে এমন ভয়ানক শাস্তি হওয়া সত্ত্বেও মানুষ কেন বিভিন্ন গুনাহে লিপ্ত রয়েছে?

নিরাশ হয়ো না, নির্ভয় হয়ো না

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ্ তায়ালার ভয়ে কম্পিত হোন! আর নিজের গুনাহের জন্য তাওবা করে নিন। **আল্লাহ্ তায়ালার** রহমত থেকে আমাদের নিরাশ হওয়া উচিত নয় এবং তাঁর কহর ও গযব থেকে নির্ভয় ও হওয়া উচিত নয়। উভয় অবস্থায় ধ্বংস অনিবার্য, যে ব্যক্তি **আল্লাহ্ তায়ালার** রহমত থেকে নিরাশ হয়ে গেলো, সে ব্যক্তি ও ধ্বংস হলো।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।” **(কানযুল উম্মাল)**

যা হোক বীরত্ব ও মনুষ্যত্বের চাহিদাও এটাই যে, যে মহান **আল্লাহ্ তায়ালা** শুধুমাত্র আপন দয়া ও অনুগ্রহে আমাদের অসংখ্য নেয়ামতরাজি দান করেছেন। যেন তাঁর আনুগত্য ও আদেশ মান্য করা হয় এবং **তাঁর মাহবুব, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দয়ার দামানে থেকে সর্বদা সুন্নাত সমূহ যেন পালন করা হয়। যেহেতু এরই মধ্যে আমাদের ইহকাল-পরকালের কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

কব গুনাহো ছে কানারা মাই কারোগা ইয়া রব!
নেক কব এ্যয় মেরে আল্লাহ্! বনুগা ইয়া রব!
কব গুনাহ কে মরদ্বছে মাই শিফা পাঁয়োগা!
কব মাই বীমার মদীনা কা বনুগাঁ ইয়া রব!
আফউ কর আউর সদা কেলিয়ে রাজী হুজা,
গর করম করদেতু জান্নাতমে রহুগা ইয়া রব!

اٰمِين بِجاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ান শেষ করার আগে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় সুন্নাত ও আদব বর্ণনা করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়ত, মুস্তফা জানে রহমত, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: “যে (ব্যক্তি) আমার সুন্নাতকে ভালবাসলো, সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো। আর যে আমাকে ভালবাসলো, সে জান্নাতে আমার সাথে থাকবে।” **(ইবনে আসাকির, ৯ম খন্ড, ৩৪৩ পৃষ্ঠা)**

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে, কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।" (কানযুল উম্মাল)

সিনা তেরী সুন্নাত কা মদীনা বনে আক্বা, জান্নাত মে পড়োছি মুঝে তুম আপনা বানানা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

সেবা-শুশ্রূষার ৩১টি মাদানী ফুল

(১) **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: عُوْدُوا الْمَرِيْضَ অর্থাৎ রোগীর সেবা-শুশ্রূষা করো। (আল আবদুল মুফরাদ, ১৩৭ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৫১৮) (২) যে ব্যক্তি কোন রোগীর সেবা করার জন্য যাবে, **আল্লাহ্ তায়ালা** তার উপর পঁচাত্তর হাজার ফেরেশতার ছায়া দান করেন এবং তাঁর প্রতি কদম উত্তোলনে তার জন্য এক একটি নেকী লিখা হয়। প্রতি কদম রাখায় একটি গুনাহ মুছে দেয়া হয় এবং একটি পদমর্যাদা বৃদ্ধি করেন, এমনকি সে আপন জায়গায় বসে যায়। আর যখন সে বসে যায় তখন রহমত তাকে ঢেকে ফেলে এবং আপন ঘরে আসা পর্যন্ত রহমত তাকে ঢেকে রাখে। (মু'জাম আওসাত, ৩য় খন্ড, ২২২ পৃষ্ঠা হাদীস: ৪৩৯৬) (৩) যে ব্যক্তি কোন রোগীর সেবা করতে যায়, আসমান থেকে একজন ঘোষণাকারী আহ্বান করে, তোমাকে সুসংবাদ! তোমার চাল-চলন উত্তম এবং তুমি জান্নাতের একটি ঘরকে তোমার ঠিকানা বানিয়ে নিয়েছো। (ইবনে মাজাহ, ২য় খন্ড, ১৯২ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৪৪৩) (৪) যে মুসলমান কোন মুসলমানের সেবা-শুশ্রূষা করার জন্য সকালে যায় তবে সন্ধা পর্যন্ত সত্তর হাজার ফেরেশতা তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং তার জন্য জান্নাতে একটি বাগান হবে। (তিরমিযী, ২য় খন্ড, ২৯০ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৯৭১)

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: **“আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।”** (জামে সগীর)

(৫) যে ব্যক্তি উত্তমভাবে ওযূ করলো, অতঃপর সাওয়াবের নিয়্যতে আপন মুসলমান ভাইয়ের সেবা-শুশ্রূষা করলো, তবে তার কাছ থেকে জাহান্নামকে সত্তর বছরের দূরত্বে সরিয়ে দেয়া হবে। (আবু দাউদ, ৩য় খন্ড, ২৪৮ পৃষ্ঠা, হাদীসঃ ৩০৯৭) (৬) যখন তুমি রোগীর নিকটে যাবে তখন তাকে বলবে আমার জন্য দোয়া করবেন, যেহেতু তার দোয়া ফেরেশতাদের দোয়ার মতো। (ইবনে মাজাহ, ২য় খন্ড, ১৯১ পৃষ্ঠা, হাদীসঃ ১৪৪১) (৭) রোগী যতক্ষণ পর্যন্ত সুস্থ হবেনা, ততক্ষণ পর্যন্ত তার কোন দোয়া ফেরত যায়না। (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ৪র্থ খন্ড, ১৬৬ পৃষ্ঠা, হাদীসঃ ১৯) (৮) যখন কোন মুসলমান কোন মুসলমানের সেবার জন্য গমন করে তখন এ দোয়াটি ৭বার পড়বে: اَسْأَلُ اللهَ الْعَظِيْمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ اَنْ يَّشْفِيَكَ ـ[১] যদি মৃত্যু নির্ধারিত না থাকে তবে আরোগ্য লাভ করবে। (আবু দাউদ, ৩য় খন্ড, ২৫১ পৃষ্ঠা, হাদীসঃ ৩১০৬) (৯) রোগীকে সেবা-শুশ্রূষা করা সুন্নাত, যদি জানা থাকে যে, সেবা-শুশ্রূষা করতে গেলে ঐ রোগের প্রতি বিরক্ত বোধ করবে, এমতাবস্থায় সেবার জন্য যাবেনা। (বাহারে শরীয়াত, ৩য় খন্ড, ৫০৫ পৃষ্ঠা) (১০) যদি রোগীর সাথে আপনার মনের মিল না থাকে কিংবা স্বভাব আপনার স্বভাবের সাথে না মিলে তবুও সেবা করবে। (১১) সুন্নাতের অনুসরণের নিয়্যতে সেবা-শুশ্রূষা করবে, যদি শুধুমাত্র এজন্য সেবা করো যে, তুমি অসুস্থ হলে সে তোমার সেবায় আসবে, তবে সাওয়াব পাবে না।

---

(১) আমি মহান সম্মানিত, আরশে আযিমের অধিপতি **আল্লাহ তায়ালার** নিকট তোমার সুস্থতা কামনা করছি।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।” (মাজমাউয যাওয়ায়েদ)

(১২) কারো সেবা-শুশ্রূষার জন্য যাও এবং অসুখ তীব্রতর দেখো, তবে তাকে ভীতিমূলক কথা বলবেনা যেমন-তোমার অবস্থা খুবই খারাপ এবং তার অবস্থা অনুপাতে এমনভাবে মাথা নাড়াবে না, যে, যার ফলে অবস্থা শোচনীয় হওয়াটা বুঝা যায়। (১৩) সেবা-শুশ্রূষার সময় রোগীর কিংবা দুঃখী মানুষের সামনে নিজের চেহারাকে চিন্তিত ও পেরেশানি ভাব ফুটিয়ে তুলবেন। (১৪) কথাবার্তার ধরণ কখনো যেন এমন না হয়, যার দ্বারা রোগী বা তার আপনজনদের কুমন্ত্রণা আসে যে, সে আমাদের বিপদে খুশি হচ্ছে। (১৫) রোগীর পরিবারের লোকদের সাথে সহ মর্মিতা প্রদর্শন করবে এবং যতটুকু সম্ভব সাহায্য সহযোগিতা করবে। (১৬) রোগীর কাছে গিয়ে তার অবস্থা জিজ্ঞাসা করবে এবং তার সুস্থতার জন্য দোয়া করবে। (১৭) **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পবিত্র অভ্যাস এরূপ ছিল যে, যখনই কোন রোগীর সেবা-শুশ্রূষায় যেতেন বলতেন: لَا بَأْسَ طَهُوْرٌ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ(১) - (বুখারী, ২য় খন্ড, ৫০৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩৬১৬) (১৮) রোগীর দ্বারা নিজের জন্য দোয়া করাবে। যেহেতু অসুস্থ ব্যক্তির দোয়া ফেরত যায়না। (১৯) **রাসুলুল্লাহ্** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: রোগীর পূর্ণ সেবা এটাই যে, অসুস্থ ব্যক্তির কপালে হাত রেখে জিজ্ঞাসা করবে আপনার অবস্থা কেমন? (তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ৩৩৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৭৪০)

---

(১) কোন সমস্যার কথা নয়, **আল্লাহ্ তায়ালা** ইচ্ছা করলে, এটা রোগ (গুনাহ থেকে) পবিত্রকারী।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হলো আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করলো না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (আত্ তারগীব ওয়াত্ তারহীব)

(২০) প্রখ্যাত মুফাসসির হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ উক্ত হাদীস শরীফের ব্যাখ্যায় বলেন, অর্থাৎ যখন কোন ব্যক্তি কোন অসুস্থ ব্যক্তির অবস্থা জানতে চাইবে তখন আপন হাত তার কপালে রেখে মুখে বলবে (অর্থাৎ আপনার অবস্থা কেমন?) এতে অসুস্থ ব্যক্তি প্রশান্তি লাভ করবে, কিন্তু দীর্ঘক্ষণ হাত রাখবে না, এ হাত রাখাটা মুহাব্বতের বহিঃপ্রকাশ। (মিরআত, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৩৫৮ পৃষ্ঠা) (২১) অসুস্থ ব্যক্তির সামনে এমন কথা বলা উচিত যে, যা তার অন্তরকে প্রশান্তি দিবে, অসুস্থতার ফযীলত এবং **আল্লাহ্ তায়ালার** রহমতের আলোচনা করবে, যেন তার মন-মানসিকতা পরকালের সাওয়াবের দিকে ধাবিত হয় এবং অভিযোগের শব্দাবলি মুখ থেকে বের না হয়। (২২) সেবা-শুশ্রূষা করার সময় অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নেকীর দাওয়াত পেশ করবে, বিশেষত নিয়মিত নামাজ আদায়ের মন-মানসিকতা তৈরি করুন যে, অসুস্থতায় অনেক নামাযী নামাযের প্রতি উদাসীন হয়ে থাকে। (২৩) রোগীকে মাদানী চ্যানেল দেখার উৎসাহ দিবেন এবং তার বরকত সমূহের ব্যাপারে অবহিত করুন। (২৪) অসুস্থ ব্যক্তিকে মাদানী কাফেলায় সফর করা এবং সফর করতে অক্ষম হলে নিজের পক্ষ থেকে ঘরের কোন সদস্যকে সফর করানোর প্রতি উৎসাহিত করুন। মাদানী কাফেলার ঐ মাদানী বাহার সমূহ শোনাবে, যেগুলোতে দোয়ার বরকতে অসুস্থ ব্যক্তি আরোগ্য লাভ করেছে।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরূদে পাক পড়ো। কেননা, তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।” (তাবারানী)

(২৫) অসুস্থ ব্যক্তির নিকটে দীর্ঘক্ষণ বসবে না এবং শোরগোল করবেন না, হ্যাঁ তবে রোগী যদি নিজেই দীর্ঘক্ষণ রাখতে চায় তবে সম্ভবপর হলে তার আগ্রহের প্রতি সম্মান করবেন। (২৬) অনেক লোকের অভ্যাস রয়েছে যে, রোগী বা সেবাকারীর সাথে সাক্ষাত করে কোন না কোন চিকিৎসা সম্পর্কে বলে এবং অনেকে রোগীকে বাধ্য করে যে, যা বলছি তা করো, অমুক ঔষধ খাও, সুস্থ হয়ে যাবে। রোগীর উচিত যে, প্রত্যেকের বর্ণনাকৃত চিকিৎসা গ্রহণ না করা, (প্রবাদ আছে)“হাঁতুড়ে ডাক্তারের প্রাণের বিনাশ” কারো বর্ণনাকৃত চিকিৎসা করার পূর্বে ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করবে। সাবধান! যে ডাক্তার না হওয়া সত্ত্বেও চিকিৎসা প্রদান করে, তার থেকে বিরত থাকো। (২৭) রোগীকে দেখতে গেলে হাদিয়া নিয়ে যাওয়া উত্তম কাজ। কিন্তু কিছু না নিয়ে দেখা করতে যাওয়া অনুচিত। অন্তরে এটা ধারণা করা যে, যদি কিছু না নিয়ে যায়, তবে সে কি মনে করবে যে, খালি হাতে সেবা করতে এসেছে। খালি হাতে হলেও দেখা করা উচিত অন্যথায় সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে। (২৮) আপনি দেখতে গেলে ফল এবং বিস্কুট প্রভৃতি হাদিয়া নিয়ে গেলে পরামর্শ রইলো যে, মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত কিছু মাদানী রিসালা ও নিয়ে রোগীকে পেশ করবেন, যেন সে সাক্ষাতকারীদের (হাসপাতালে হলে) রোগীদের এবং তাদের প্রতিবেশী প্রিয়জনদের হাদিয়া সরূপ পেশ করতে পারে।

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।” (তাবারানী)

বরং খোশ নসীব! রোগী নিজেও হাদিয়া স্বরূপ কিছু মাদানী রিসালা সংগ্রহ করে সওয়াবের উদ্দেশ্যে নিজের কাছে রাখতে পারেন। (২৯) ফাসেক রোগীর সেবা-শুশ্রূষা করাও জায়েয। কেননা, সেবা-শুশ্রূষা ইসলামী হকসমূহের অন্যতম। আর ফাসেক ও মুসলিম। (বাহারে শরীয়াত, ৩য় খন্ড, ৫০৫ পৃষ্ঠা) (৩০) মুরতাদ, কাফের যোদ্ধার সেবা-শুশ্রূষা জায়েয নেই। (বর্তমান সময়ে সকল কাফের হারবী বা যোদ্ধা) (৩১) বদ আকীদা পোষণকারীর সেবা-শুশ্রূষা নিষেধ।

অসংখ্য সুন্নাত শিখার জন্য **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত ২টি কিতাব (১) ৩১২ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **“বাহারে শরীয়াত”** ১৬তম খন্ড (২) ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **‘সুন্নাত ও আদব’** হাদিয়ার বিনিময়ে সংগ্রহ করে পাঠ করুন। সুন্নাত প্রশিক্ষনের একটি সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে, **দা’ওয়াতে ইসলামী**র **মাদানী কাফেলায়** আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

লুটনে রহমতে কাফিলে মে চলো, শিখনে সুন্নাতে কাফিলে মে চলো।
হোগি হাল মুশকিলে কাফিলে মে চলো, খতম হো শামতে, কাফিলে মে চলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, **আল্লাহ তাআলা** তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

এক চুপ শত সুখ

মদীনার ভালবাসা, জান্নাতুল বাক্বী, ক্ষমা ও বিনা হিসাবে জান্নাতুল ফিরদাউসে প্রিয় আক্বা ﷺ এর প্রতিবেশী হওয়ার প্রত্যাশী।

৩ শাওয়াল ১৪৩৩ হিজরি
০২-০৯-২০১২ ইংরেজি

তথ্যসূত্র

কিতাব	প্রকাশনা	কিতাব	প্রকাশনা
কুরআনুল করিম	মাকতাবাতুল মদীনা	হিলইয়াতুল আউলিয়া	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
সহীহ বুখারী	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত	আত তারগীব ওয়াত তারহীব	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
সহীহ মুসলীম	দারু ইবনে হাযম, বৈরুত	ইবনে আসাকির	দারুল ফিকির, বৈরুত
সুনানে আবু দাঊদ	দারু ইহয়াউত তুরাসিল আরাবী, বৈরুত	কিমিয়ায়ে সাআদাত	ইনতিশারাতে গঞ্জিয়া, তেহরান
জামে তিরমিযী	দারুল ফিকির, বৈরুত	আল কওলুল বদী	মুয়াসিসাতুর রায়য়ান
সুনানে ইবনে মাজাহ	দারুল মারেফা, বৈরুত	কিতাবুত তাওওয়াবীন	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত
আল আবদুল মুফরাদ	তাশকুন্দ, উযবিকিস্তান	রওজুর রিয়াহীন	দারুল কুতুবুল ইলমিয়া, বৈরুত
মুসনদে ইমাম আহমদ	দারুল ফিকির, বৈরুত	মিরআত	জিয়াউল কুরআন, মারকাযুল আউলিয়া, লাহোর
মু'জাম আওসাত	দারুল কুতুবিল ইলমিয়া, বৈরুত	ফতোওয়ায়ে রযবীয়া	রেযা ফাউন্ডেশন, মারকাযল আউলিয়া, লাহোর
মুসতাদরাক	দারুল মারেফা, বৈরুত	বাহারে শরীয়াত	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা, করাচী

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।" (আবু ইয়ালা)

এই রিসালাটি শায়খে তরিকত, আমীরে আহ্লে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল **মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী** دَامَتْ بَرَکَاتُهُمُ الْعَالِيَه উর্দূ ভাষায় লিখেছেন। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অনুবাদ মজলিশ এই রিসালাটিকে বাংলাতে অনুবাদ করেছে। যদি অনুবাদ, কম্পোজ বা প্রিন্টিং এ কোন প্রকারের ভুলত্রুটি আপনার দৃষ্টিগোচর হয়, তাহলে অনুগ্রহ করে মজলিশকে লিখিতভাবে জানিয়ে প্রচুর সাওয়াব অর্জন করুন।

(মৌখিকভাবে বলার চেয়ে লিখিতভাবে জানালে বেশি উপকার হয়।)

এই ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন

দা'ওয়াতে ইসলামী (অনুবাদ মজলিশ)

মাকতাবাতুল মদীনা এর বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা।
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী।
কে.এম.ভবন, দ্বিতীয় তলা ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

e-mail :
bdmaktabatulmadina26@gmail.com,
bdtarajim@gmail.com **web :** www.dawateislami.net

এই রিসালাটি পড়ে অন্যকে দিয়ে দিন

বিয়ে ও শোকের অনুষ্ঠান, বিভিন্ন ইজতিমা, মিলাদ মাহফিল, ওরস শরীফ এবং জুলুসে মীলাদ ইত্যাদিতে **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত রিসালা সমূহ বন্টন করে সাওয়াব অর্জন করুন, গ্রাহককে সাওয়াবের নিয়্যতে উপহার স্বরূপ দেওয়ার জন্য নিজের দোকানে রিসালা রাখার অভ্যাস গড়ে তুলুন। হকার বা বাচ্চাদের দিয়ে নিজের এলাকার প্রতিটি ঘরে ঘরে প্রতি মাসে কমপক্ষে একটি করে **সুন্নাতে ভরা** রিসালা পৌঁছিয়ে **নেকীর দাওয়াত** প্রসার করুন এবং প্রচুর সাওয়াব অর্জন করুন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সুন্নাতের বাহার

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সুবাসিত মাদানী পরিবেশে অসংখ্য সুন্নাত শিক্ষা অর্জন ও শিক্ষা প্রদান করা হয়। প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ইশার নামাযের পর আপনার শহরে অনুষ্ঠিত **দা'ওয়াতে ইসলামী**র সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় **আল্লাহ্ তায়ালার** সন্তুষ্টির জন্য ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে সারারাত অতিবাহিত করার মাদানী অনুরোধ রইলো। আশিকানে রাসূলের সাথে মাদানী কাফেলায় সাওয়াবের নিয়্যতে সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য সফর এবং প্রতিদিন ফিকরে মদীনা করার মাধ্যমে মাদানী ইন্‌আমাতের রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক মাদানী মাসের প্রথম তারিখে নিজ এলাকার যিম্মাদারের নিকট জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ এর বরকতে ঈমানের হিফাযত, গুনাহের প্রতি ঘৃণা, সুন্নাতের অনুসরনের মন-মানসিকতা সৃষ্টি হবে।

প্রত্যেক ইসলামী ভাই নিজের মধ্যে এই মাদানী যেহেন তৈরী করুন যে, **"আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।"** اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ নিজের সংশোধনের জন্য মাদানী ইন্‌আমাতের উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য মাদানী কাফেলায় সফর করতে হবে। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৮৪৫৪০০৫৮৯

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৭১২৬৭১৪৪৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com
bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net